দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবি

সম্প্রতি ইডেন কলেজকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াছে। ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি পালনের পর এইবার আগামী ২০ মার্চ আন্দোলনরত ছাত্রীরা অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়াছে। গত সরকারের আমলে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন ছিল আন্দোলনমুখী ও উত্তপ্ত। এইবার নূতন সরকারের আমলে এই বৎসরের শুরুতেই শিক্ষাঙ্গনে পরিলক্ষিত হইতেছে ভিন্নতর আন্দোলন। প্রথমেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন হলগুলি পুনরুদ্ধারের দাবি দুর্বার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বর্তমানে সেইখানকার পরিস্থিতি শান্ত। কিন্তু ইতোমধ্যেই ইডেন কলেজে নূতন করিয়া অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। আন্দোলনকারী ছাত্রীদের দাবি অনুযায়ী ইডেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হইলে তাহা হইবে দেশের প্রথম পাবলিক উইমেন্স ইউনিভার্সিটি। দেশে সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটি নামে একটি বেসরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন নামে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। রংপুরে বেগম রোকেয়ার নামেও আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। তবে যতদূর জানা যায়, সেইখানে কো-এডুকেশন পদ্ধতি প্রচলিত। এখন একটি স্বতন্ত্র পাবলিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিটি অনেকটা নূতন। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় কতটা যৌক্তিক সেই প্রশ্নও অবান্তর নহে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কো-এডুকেশনই সাধারণত প্রাধান্য পাইয়া থাকে। তবে যাহারা ধর্মপ্রাণ, তাহারা মনে করেন মাধ্যমিক হইতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই দৃষ্টিকোণ হইতে গার্লস স্কুল-কলেজের ন্যায় উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ধারণাটি চমৎকার। কিন্তু এইখানে তাহা বড় বিষয় নহে। প্রশ্ন হইল আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের সরকারের পক্ষে একের পর এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করিবার দাবি পূরণ করা আদৌ সম্ভব কিনা।

বর্তমানে রাজশাহী ও চট্টগ্রামের সরকারি মেডিক্যাল কলেজকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, যদিও ইহার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেশে এই ধরনের একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাহা হইল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। সামগ্রিকভাবে সেবাধর্মী চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে ইহার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সূত্র অনুযায়ী যেইখানে দেশে ৩৪টি সরকারি ও ৭৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেইখানে সরকারি খাতে আরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়া কথা উঠিবে ইহাই স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবি উঠিয়াছে জোরালোভাবে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে জন্ম হইয়াছে এমন প্রাচীন ও গৌরবান্বিত কলেজ আমাদের দেশে আরও একাধিক আছে। আছে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজও। এইসব কলেজের যে শিক্ষা অবকাঠামো আছে তাহা বর্তমানের কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়াও নাই। অর্থাৎ এইগুলিকে অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলিবে কিভাবে তাহাই সর্বাগ্রে গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর আমাদের যেইসব অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার দরকার আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা রাখা হয়। অর্থাৎ সরকার কিছুটা বাজেট দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদেরই পূরণ করিবার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত আন্দোলনের কারণে শেষপর্যন্ত তাহা বাতিল হয়। এখন আবাসন সংকটের সমাধানসহ নানা দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা সোচ্চার। অর্থাৎ আর্থিক সক্ষমতা না থাকিলে সরকার কেবল রাজনৈতিক কারণে বাহবা পাইবার জন্য বা ভোটব্যাংক বাড়াইতে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করিতে পারে না।

উল্লেখ্য, গত নব্বই দশক হইতে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে অধিক মাত্রায় উৎসাহিত করিয়া আসিতেছে। ইহা আশাব্যাঞ্জক একটি দিক। এখন চলমান সংকটের সমাধান হইতে পারে দুইভাবে। এক. আরও অধিক সংখ্যক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো। দুই. নয়তো উল্লেখযোগ্য খাতে নিজ আয়ে ব্যয় মিটাইতে ইচ্ছুক এমন বৃহৎ কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা। যাহা হউক, বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া শেষপর্যন্ত কোনকিছুর পরিণামই ভাল হয় না। বরং সবখানে লেজে-গোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও প্রশাসনের সকলের সচেতনতার পরিচয় দিতে হইবে।